অধ্যায় - ১

...তত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব, মনোবিদ্যা ও ইতিহাস
[Sociology and Anthropology, Psychology and History]

অধ্যায়সূচী // সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান : সমাজতত্ত্ব এবং সামাজিক নৃতত্ত্ব ❑ সমাজতত্ত্ব ও মনোবিদ্যা ❑ সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস //

১.১ সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান (Sociology and other Social Sciences)

মানুষের জীবনধারা সম্পর্কিত অন্যান্য বিদ্যাও বর্তমান : সমাজতত্ত্বকে 'সমাজের বিজ্ঞান' হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। মানুষের সামাজিক সম্পর্কসমূহ সমাজতত্ত্বে সামগ্রিকভাবে আলোচিত হয়। এই সমস্ত সম্পর্কের সামগ্রিক বিন্যাস বা রূপকেই বলা হয় সমাজ। সামাজিক জীবনের তথ্যাদি ও বিধি-বিধানসমূহের উদ্‌ঘাটনের উদ্যোগ সমাজতত্ত্বে পরিলক্ষিত হয়। সমাজবদ্ধ মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনধারার অনুশীলন ও আলোচনার ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্বই একমাত্র বিজ্ঞান নয়। মানুষ এবং মানুষের বহুবিধ ক্রিয়াকলাপের সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য শাস্ত্রের অস্তিত্বও অনস্বীকার্য।

অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান : মানবসমাজ হল বহু সমস্যাযুক্ত। তা ছাড়া মানবসমাজ বিবিধ স্বার্থসাপেক্ষও বটে। এই কারণে মানবসমাজের শাখা-প্রশাখা বহু ও বিভিন্ন। আর্থ-রাজনীতিক, প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক, শিক্ষা, শিল্পকলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বহুবিধ কর্মকাণ্ড সমাজে বর্তমান। এই সমস্ত কর্মকাণ্ড বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে থাকে। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের কর্মক্ষেত্র ও কার্যকলাপ বহু ও বিভিন্ন। এই সমস্ত বিশিষ্ট ক্ষেত্রের অধিকারী বিভিন্ন শাস্ত্র বা বিজ্ঞান বর্তমান। সামগ্রিক বিচারে এই সমস্ত শাস্ত্র বা বিদ্যাকে বলা হয় 'সামাজিক বিজ্ঞান' (Social Sciences)।

কোঁতের অভিমত : সমাজতত্ত্বের আদিগুরু হিসাবে পরিচিত ফরাসী দার্শনিক অগাস্ট কোঁত এ প্রসঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি উপরিউক্ত সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের পৃথক কোন প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেননি। উল্লিখিত সামাজিক বিজ্ঞানগুলি মানবসমাজকে টুকরো টুকরো করে দেখে এবং এক-একটি অংশ নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করে। অগাস্ট কোঁতের অভিমত অনুসারে মানবসমাজের বিভিন্ন অংশকে এইভাবে পরস্পরের থেকে আলাদা করে আলোচনা করা অসঙ্গত এবং তা করা যায় না। মানবসমাজ হল প্রকৃতপক্ষে একটি সামগ্রিক সত্তা। এই কারণে সামগ্রিকভাবেই এর বিচার-বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। এবং সমাজতত্ত্বের আলোচনাতেই তা সম্ভব। এবং এই কারণে কোঁত এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, একমাত্র সমাজতত্ত্বই সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

আধুনিক ধারণা : আধুনিক চিন্তাবিদ্‌রা কোঁতের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন না। আধুনিককালের সমাজব্যবস্থা হল বিশাল আয়তনবিশিষ্ট এবং বিশেষভাবে জটিল প্রকৃতির। সমগ্র সামাজিক জীবন সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়ার জন্য সমাজতত্ত্বকে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়। অন্যান্য প্রতিটি সামাজিক বিজ্ঞান মানুষের জীবনধারার এক-একটি বিষয় সম্পর্কে অনুশীলন ও আলোচনা করে। সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনধারার এই রকম এক-একটি দিক সম্পর্কিত সামাজিক বিজ্ঞানগুলির অনুসন্ধান ও অনুশীলনের ফলাফলকে উপেক্ষা করে মানবসমাজের সঠিক ও সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত অবস্থায় সমাজতত্ত্বের অস্তিত্ব অসম্ভব। সমাজতত্ত্বের কাছ থেকেও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে এবং সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করে।

সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান : মানবসমাজের সামগ্রিক সত্তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। তার জন্য সমাজতত্ত্বের মত সামাজিক বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অনুরূপভাবে আবার এই জটিল প্রকৃতির বিশাল সমাজের ভিন্ন ভিন্ন দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা আবশ্যক।

অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান : অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে

সমাজতত্ত্বের বিশেষ ভূমিকার কথা বলা হয়। একমাত্র সমাজতত্ত্বের আলোচনাতেই ধরা পড়ে সমগ্র সমাজের সামগ্রিক রূপ। সমাজতত্ত্বে সংশ্লেষাত্মক আলোচনার রীতি অনুসরণ করা হয়। এবং এইভাবে বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুসমূহের মধ্যে সংযোগ সাধনের ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রসঙ্গে সেলিগম্যান (Seligman)-এর অভিমত হল: "Sociology is the social science 'per excellence'. It co-ordinates the social sciences." হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer)-এর অভিমত অনুসারে সমাজতত্ত্ব হল এক অতি উচ্চমানের সামাজিক বিজ্ঞান। এর উদ্দেশ্য হল সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয়সাধন করা। অনুরূপভাবে, গিডিংস (F. H. Giddings)-এর অভিমত অনুসারে সমগ্র সমাজই সমাজতত্ত্বের এলাকাভুক্ত। অন্যান্য বিশেষীকৃত সামাজিক বিজ্ঞানগুলিও এর অন্তর্ভুক্ত। এ দিক থেকে বিচার করলে সমাজতত্ত্বের একটি পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক রূপ আছে। ব্যাপক অর্থে বিচার করলে সমাজতত্ত্বের প্রক্রিয়া 'অন্যান্য সকল সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্র জুড়ে সম্প্রসারিত। সমাজতত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ বিশেষীকৃত সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের ক্ষেত্রে ভিত্তি হিসাবে প্রতীয়মান হয়। আবার সমাজতত্ত্বকে অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়। বস্তুত সমাজতত্ত্ব মানুষের জ্ঞানের আধারস্বরূপ বিভিন্ন বিশেষীকৃত বিজ্ঞানের থেকে অবিরত সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করে।

সমাজতত্ত্বের স্বকীয়তা এবং অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা : সমাজতত্ত্বকে বিশেষীকৃত সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের কেবলমাত্র এক সমাহার বা একটি সমন্বিত রূপ হিসাবে প্রতিপন্ন করা ঠিক নয়। কারণ সমাজতত্ত্বের নিজস্ব একটি ক্ষেত্র এবং স্বতন্ত্র একটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে। এবং এই ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্বের আলোচনা হল অন্যান্য বিশেষীকৃত সামাজিক বিজ্ঞানের মতই বিশ্লেষণাত্মক প্রকৃতির। বস্তুতঃ এটাই সমাজতত্ত্বের বিশিষ্ট বা সংকীর্ণ রূপ। সীমিত বা বিশিষ্ট অর্থে বিভিন্ন সামাজিক ঘটনার মূল উপাদান ... নীতিগুলির অনুশীলনই হল সমাজতত্ত্বের আলোচনার বিষয়বস্তু। এ দিক থেকে বিচার করলে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজতত্ত্বের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক আলোচনা আবশ্যক : প্রকৃত প্রস্তাবে কোন সামাজিক বিজ্ঞান স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সকল সামাজিক বিজ্ঞানেরই আলোচনার ক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় বিষয় হল ... সামাজিক আচার-আচরণ। আলোচ্য বিষয়বস্তুর মৌলিক সাদৃশ্য-হেতু বিশেষীকৃত সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক নিতান্তই স্বাভাবিক। সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। একে অপরের পরিপূরক। সমাজতত্ত্ব হল একটি নবীন সামাজিক বিজ্ঞান। সুতরাং সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রেও এ কথা সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ। অন্যান্য বিশেষীকৃত সামাজিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বিভিন্ন ... সমাজতত্ত্বের সাদৃশ্য বর্তমান। এতদ্‌সত্ত্বেও সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিতর্কের ঊর্ধ্বে। সুতরাং সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের ... সমাজতত্ত্বের যথার্থ অনুধাবন করা আবশ্যক। বিশেষীকৃত সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সঙ্গে সমাজতত্ত্বের ... ও বৈসাদৃশ্যের ক্ষেত্রগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করা দরকার।

১.২ সমাজতত্ত্ব এবং সামাজিক নৃতত্ত্ব (Sociology and Social Anthropology)

নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে গভীর সংযোগ : সমাজতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব বা নৃবিদ্যা হল দুটি ... আধুনিক বিজ্ঞান। এ দুটি বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ব্যাপক এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। আলোচ্য শাস্ত্র দুটির মধ্যে ... সম্পর্ক বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ। আলোচনার বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্যগত বিচারে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের ... মৌলিক কোন পার্থক্য বড় একটা পরিলক্ষিত হয় না। এই কারণে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রতিপন্ন ... ব্যাপার নয়। অধ্যাপক বটোমোর (T. B. Bottomore)-এর অভিমত অনুসারে, 'আলোচ্য শাস্ত্র দুটির ... পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হয় যে, গোড়ার দিকে এই স... অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠ। তার ফলে, অনেক ক্ষেত্রেই উভয় বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের রচনাকে পৃথক... করা সম্ভব হত না। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বটোমোর, টাইলর, স্পেনসার, ওয়েস্টারমার্ক (Tylor, ... Westermark) প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌দের রচনার কথা বলেছেন। অনেকে আবার সামাজিক নৃতত্ত্বকে ... অংশ হিসাবে প্রতিপন্ন করার পক্ষপাতী। আবার কারোবার (A. L. Karoeber) নামে এক চিন্তাবিদ ... ও নৃতত্ত্বকে যমজ বোন (twin sisters) হিসাবে অভিহিত করেছেন।

নৃতত্ত্বের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং নৃতত্ত্বের আলোচনাক্ষেত্রের ব্যাপকতা : নৃতত্ত্বের ইংরেজী প্রতিশব্দ হল 'Anthropology'। এই ইংরেজী শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে দু'টি গ্রীক্ শব্দের সমাহারে। এই দু'টি গ্রীক্ শব্দ হল 'Anthropos' এবং 'Logos'। 'Anthropos' শব্দটির অর্থ 'Man' বা মানুষ এবং 'Logos' কথাটির অর্থ হল 'Study' বা আলোচনা। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে নৃতত্ত্বের অর্থ হল মানুষের বা মানবজাতির আলোচনা। নৃবিদ্যার আলোচনার বিষয় হল আদিম মানুষের শরীরতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি। অনুরূপভাবে মানবজাতিতত্ত্ব (Ethnology)-ও হল নৃবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। অর্থাৎ নৃতত্ত্বের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি বিশেষভাবে প্রসারিত। আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে নৃতত্ত্ব তিনটি অংশে বিভক্ত। নৃতত্ত্বের এই তিনটি অংশ হল : শারীরিক নৃতত্ত্ব (Physical Anthropology), (২) সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব (Cultural Anthropology) এবং (৩) সামাজিক নৃতত্ত্ব (Social Anthropology)।

আলোচ্য বিষয়ের সাদৃশ্য : সামাজিক নৃবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের উদ্দেশ্য হল আদিম মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুশীলন করা এবং মানব সংস্কৃতির উদ্বর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করা। প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের সমগ্র জীবনধারার ইতিবৃত্ত হল সামাজিক নৃতত্ত্বের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক নৃতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম মানুষের সমাজব্যবস্থা, পারিবারিক গঠনবিন্যাস, পারিবারিক প্রথা-প্রকরণ, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রভৃতি। অনুরূপভাবে আবার সমাজবদ্ধ মানুষই হল সমাজতত্ত্বের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়। সমাজতত্ত্ব বলতে সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষ এবং সামাজিক সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সামগ্রিক আলোচনাকে বোঝায়। সুতরাং সমাজতত্ত্ব ও নৃবিদ্যার বিষয়বস্তু বহুলাংশে সমগোত্রীয়। নৃবিদ্যা মানবজাতির জীবনধারার ইতিবৃত্ত ও মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোচনায় সমৃদ্ধ। এই নৃবিদ্যার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত মৌলিক বিষয়সমূহ সমাজতত্ত্বের অনুশীলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে।

নৃতত্ত্বের উপর সমাজতত্ত্বের নির্ভরশীলতা : সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের অন্যতম উদ্দেশ্য হল মানবসমাজের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং তুলনামূলক আলোচনা করা। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও তথ্যাদি নৃবিদ্যার আলোচ্যবস্তুর ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করে থাকেন। মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি আদিম অবস্থা থেকে আধুনিক উন্নত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এই উত্তরণের একটা ধারাবহিকতা আছে। বস্তুতঃ সভ্যতা-সংস্কৃতির উদ্বর্তন বা সামাজিক বিবর্তনের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই যে, অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমানের, আবার বর্তমানকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যতের আলোচনা অবাস্তব। স্বভাবতই সমাজতত্ত্বের আলোচনায় সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের অতীতের সামাজিক সংগঠনের কথা বলতে হয়। এবং এ বিষয় তাঁরা নৃতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। ইউরোপ ও আমেরিকায় আধুনিককালের সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে নৃতত্ত্ববিদ্‌দের অনুকরণে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতালব্ধ উপায়ে অগ্রসর হন। নৃবিদ্যার কেন্দ্রীয় বিষয় হল 'মানুষ'। আবার বহু মানুষের সমন্বয়ে সৃষ্ঠি হয় সমাজের এবং এই সমাজ হল সমাজতত্ত্বের মুখ্য বিষয়। সুতরাং এ দিক থেকে বিচার করলে নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

সমাজতত্ত্বের উপর নৃতত্ত্বের নির্ভরশীলতা : সমাজতত্ত্বের কাছেও নৃতত্ত্বের ঋণকে অস্বীকার করা যায় না। সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নৃতত্ত্ববিদ্‌দের সাহায্য করে। মরগ্যান (Morgan) প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ্ ও তাঁর অনুগামীরা আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন আধুনিক সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক ধারণা থেকে। নৃতত্ত্বের কেন্দ্রীয় বিষয় হল মানুষ। সমাজবদ্ধ মানুষ সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচয় পেতে হলে সমাজতত্ত্বের আলোচনা-অনুশীলনকে অনুসরণ করা আবশ্যক। সুতরাং সমাজতত্ত্বের উপর নৃতত্ত্বের নির্ভরশীলতাও অনস্বীকার্য।

উভয় শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান : সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব এই দু'টি শাস্ত্রের মধ্যে বহু ও বিভিন্ন সাদৃশ্য বর্তমান। উভয়ের মধ্যে গভীর যোগাযোগের অস্তিত্বও অনস্বীকার্য। এতদ্‌সত্ত্বেও উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। অধ্যাপক বটোমোর (T. B. Bottomore)-এর অভিমত অনুসারে নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাসের পরিপেক্ষিতে প্রতিপন্ন হয় যে গোড়ার দিকে এই সম্পর্ক ছিল বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ। কালক্রমে নৃতত্ত্বে ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (functional approach) প্রচলিত হয়। তারপর আলোচ্যশাস্ত্র

দু'টি পরস্পরের থেকে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অন্যান্য প্রয়োজনের প্রকারানুসারে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বে প্রযুক্ত প্রত্যয়গুলিকে বা উভয় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও গবেষণা পদ্ধতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রভৃতি পর্যালোচনা করলে অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না যে, আলোচ্য বিদ্যা দু'টির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বর্তমান। যাই হোক, সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

(১) আলোচনার বিষয়বস্তুগত পার্থক্য : মূল উপজীব্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। নৃতত্ত্বের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় হল মানুষ। তবে নৃতত্ত্বের অনুশীলন ও গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় সাধারণত আদিম অনগ্রসর অশিক্ষিত মানুষের উপর। অর্থাৎ মানবগোষ্ঠীর সামগ্রিক আলোচনা নৃবিদ্যার মূল উপজীব্য বিষয়। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অক্ষর পরিচয়হীন আদিম মানুষের পৌরাণিক কথা, বিশ্বাস সংস্কার, রীতিনীতি, কলা-কৌশল, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। অপরদিকে সমাজতত্ত্বের মূল উপজীব্য বিষয় হল অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সভ্য সমাজব্যবস্থার অনুশীলন ও বিচার-বিশ্লেষণ। সুতরাং আলোচ্য শাস্ত্র দু'টির মধ্যে বিষয়বস্তুগত স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য।

(২) আলোচনার এলাকাগত পার্থক্য : বিষয়বস্তুগত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়ের এলাকাগত পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য সমাজকে সাধারণত সামগ্রিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের প্রবণতা নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক নৃবিজ্ঞানে সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশেষ বিষয় বা দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভ্যতা-সংস্কৃতির যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়, তা করা হয় সমগ্র একটি সম্প্রদায় অথবা দেশের বৃহত্তর পটভূমিতে। অপরদিকে [illegible] সমাজতত্ত্ববিদদের, বিশেষতঃ পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানীদের আগ্রহ উদ্যোগের ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত [illegible] এই সমস্ত সমাজবিজ্ঞানীরা নির্দিষ্ট বা বিশেষ বিশেষ সামাজিক প্রতিষ্ঠান অথবা সমস্যাকেন্দ্রিক আলোচনার ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহী। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, কোন সমাজতত্ত্ববিদ্ হয়ত শিল্প অঞ্চলে অপরাধ প্রবণতার আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন; আবার হয়তো কোন সমাজতত্ত্ববিদ বি[illegible] বিচ্ছেদের সমস্যা অনুশীলন ও অনুসন্ধানে রত।

(৩) গবেষণার পদ্ধতিতে পার্থক্য : গবেষণা পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের পার্থক্য বর্তমান। এই দু'টি শাস্ত্রের অনুশীলন ও গবেষণার পদ্ধতি পৃথক। প্রত্যক্ষ পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে নৃবিদ্যায় বিষয়বস্তুর গবেষণা ও অনুশীলন-কার্যাদি পরিচালিত [illegible] থাকে। নৃবিদ্যায় ঐতিহাসিক তথ্যাদিও আছে। এই কারণে এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতি অচল। সমাজতত্ত্বের আলোচনায় এ কথা খাটে না। কারণ ঐতিহাসিক পদ্ধতি সমাজতত্ত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ [illegible] হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে অনেকে আবার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাভিত্তিক [illegible] ও প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। কিন্তু সমাজতত্ত্ববিদদের গবেষণা [illegible] প্রশ্নমালা ও পরিসংখ্যানের উপর নির্ভরশীল। সমাজতত্ত্বের গবেষণা সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে পরিচালিত [illegible] এবং তা নিয়মমাফিক আলোচনায় পর্যবসিত হয়।

(৪) গবেষণার ক্ষেত্রের পরিধির ব্যাপারে পার্থক্য : গবেষণা পদ্ধতির পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে স[মাজতত্ত্ব] ও নৃতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। এই পার্থক্যের কারণে আলোচ্য শাস্ত্র দু'টির গবেষণাক্ষেত্রের ক্ষেত্রেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নৃতত্ত্ববিদগণ তাঁদের অনুশীলনকার্য ও গবেষণাকে ছোট ছোট স[ম্প্রদায়] সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হন। কারণ গবেষণাকার্যের ক্ষেত্রে তাঁদের অভিজ্ঞতাভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। অপরদিকে সমাজতত্ত্ববিদগণ তাঁদের গবেষণাকার্য [illegible] করেন প্রশ্নমালা ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে। এই কারণে ব্যাপক-ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থার বস্তুনিষ্ঠ [illegible] করা যায়।

(৫) আলোচনার প্রকৃতিগত পার্থক্য : নৃতত্ত্ববিদদের দৃষ্টি সাধারণত অতীতের সমাজের [illegible] থাকে। এই কারণে তাদের অতীতচারী বলা যেতে পারে। তাঁদের আলোচনায় থাকে প্রাচীন বা প্রা[illegible] সমাজজীবনের কথা। কিন্তু সে বিষয়ে কোন প্রস্তাব থাকে না এবং প্রকৃতপক্ষে এ রকম [illegible] সম্ভবও নয়। অপরদিকে সমাজতত্ত্ববিদগণ সাধারণত বর্তমান সমাজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তাঁদের [illegible] বর্তমান সমাজ ও সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সমাজজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকে। [illegible] সমাজতত্ত্ববিদদের বর্তমান সমাজের পথিকৃৎ হিসাবে অভিহিত করা হয়। তা ছাড়া সমাজত[ত্ত্ব]

সামাজিক ঘটনা ও কার্যকলাপের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে, ক্ষেত্রবিশেষে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাদি সম্পর্কে সম্ভাব্য বিভিন্ন রকম প্রস্তাবেরও উল্লেখ থাকে।

নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য কমে আসছে—বটোমোরের অভিমত : নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যমূলক বিষয়াদি ক্রমশঃ অপসৃত হচ্ছে এবং আলোচ্য শাস্ত্র দু'টির মধ্যে পার্থক্য ক্রমেই কমে আসছে। অধ্যাপক বটোমোর বলেছেন : 'সাম্প্রতিককালে এই দুটি বিজ্ঞানের মধ্যে নতুন করে আবার নিবিড় যোগাযোগ গড়ে উঠছে।' আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব অধিকাংশ অক্ষর পরিচয়হীন আদিম মানবগোষ্ঠীর উপর পড়ছে। এই প্রভাবকে এই সমস্ত মানবগোষ্ঠী অস্বীকার করতে পারে না। তাদের আদিম স্বাতন্ত্র্য সভ্য-সমাজজীবনের সংস্পর্শে আসার পর এখন কার্যত উবে যাওয়ার মুখে। আদিবাসী সম্প্রদায়সমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বর্তমানে বিপন্ন। কারণ এই সমস্ত জনসম্প্রদায়ের উপর পশ্চিমী ধ্যান-ধারণা, বিভিন্ন আধুনিক কলাকৌশল, বৃহত্তর সভ্য মানবগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বহুবিধ প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার চাপকে অস্বীকার করা যায় না। পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে নৃবিদ্যার স্বতন্ত্র বিষয়বস্তুর অভাব অচিরেই দেখা দেওয়ার আশংকা বর্তমান। অধ্যাপক বটোমোরের অভিমত অনুসারে 'এক সময় উপজাতীয় সমাজকে সামাজিক নৃতত্ত্ববিদদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র হিসাবে নির্দেশ করা হত। বর্তমানে সেগুলির অধিকাংশের অস্তিত্ব মোটামুটি বিলুপ্ত। আবার একদা উন্নত--সমাজ সম্পর্কে অনুশীলন-অনুসন্ধানের অধিকার ছিল সমাজতত্ত্ববিদদের একচেটিয়া। কিন্তু বর্তমানে তাও আর নেই। বটোমোরের আরও অভিমত হল যে, 'পরিবর্তনশীল এশিয়া ও আফ্রিকার সমাজের অভিন্ন প্রকৃতির সমস্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধানের ব্যাপারে বর্তমানকালের সমাজতত্ত্ববিদ্ এবং সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ্ উভয়েই বিশেষভাবে আগ্রহী।

অধ্যাপক বটোমোরের অভিমত : অধ্যাপক বটোমোরের মতানুসারে উন্নয়নশীল অনেক দেশের সমাজই হল প্রকৃতপক্ষে কৃষিভিত্তিক সমাজ। এ ধরনের সমাজব্যবস্থার উপযুক্ত উদাহরণ হল ভারতবর্ষ। এই ধরনের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কিত অনুসন্ধান ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্ববিদদের মত নৃতত্ত্ববিদরাও বিশেষভাবে সক্রিয়। এই প্রবণতা দীর্ঘদিন ধরেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। বটোমোরের আরও অভিমত হল যে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের মধ্যে গভীর সংযোগ-সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে মার্কসীয় মতবাদের অবদানও অনস্বীকার্য। সাম্প্রতিককালে মার্কসীয় চিন্তাধারা প্রসারের অনুকূল প্রভাব এ ক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না। এই প্রভাবেরই পরিণতি হিসাবে আধুনিককালের সমাজতত্ত্ববিদ্ ও নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে 'উৎপাদন পদ্ধতি'র ন্যায় কতকগুলি ধারণা সম্পর্কে আলোচনার আগ্রহ দেখা যায়।

নৃতত্ত্ব সমাজতত্ত্বের শাখায় পরিণত হতে পারে : অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধুনিককালের অগ্রগতি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের অনুসন্ধান-অনুশীলনের ক্ষেত্রে ক্রমশঃ অভিন্নতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আগেকার আদিম মানুষের ছোট ছোট সাম্প্রদায়সমূহ বর্তমানে সভ্য সমাজের সংস্পর্শে আসছে। আধুনিক সভ্য সমাজের সংস্পর্শে এসে তারা তাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেছে এবং বৃহত্তর সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় নৃতত্ত্বের পক্ষে স্বাতন্ত্র্য একটি শাস্ত্র হিসাবে নিজের পৃথক অস্তিত্ব অব্যাহত রাখা অসম্ভব। অনেকের অভিমত অনুসারে নৃতত্ত্বের এখন সমাজতত্ত্বেরই অন্যতম একটি বিশেষীকৃত শাখায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষভাবে বর্তমান।